বিদ্যাশিক্ষা

----ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রশ্নের মান - ৫)

প্রশ্ন : ১। 'বিদ্যাশিক্ষা' গল্প অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র কীভাবে ইংরাজি সংখ্যা শিখেছিলেন, বর্ণনা করো।

উত্তর : আলোচ্য 'বিদ্যাশিক্ষা' পাঠ্যাংশটিতে আমরা একটি কাহিনির মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের ইংরেজি সংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারি যেটি তাঁর পিতা একটি পারিবারিক সমাবেশে বর্ণনা করেছিলেন, সেটি এইরূপ ---

বিদ্যাসাগরের পিতা বিদ্যাসাগরকে প্রথমবার সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় যাত্রাকালে মাইলস্টোন এবং ইংরেজি সংখ্যা বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।তাঁরা যখন শিয়াখালায় শালিখার বাধা রাস্তায় ওঠেন সেইখানে বাটনা বাটা একটি খোদাই করা শিলাখন্ডকে রাস্তার পাশে দেখতে পেয়ে আগ্রহবশত পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটি কি ? প্রশ্নের উত্তরে তাঁর পিতা বিদ্যাসাগরকে জানান যে ওটি মাইলস্টোন যাতে ইংরেজি অক্ষর খোদাই করা আছে '19` এবং এটির দ্বারা বোঝা যায় যে গন্তব্যের পরিমাপ কত কিলোমিটার। উনিশ (১৯) সংখ্যাটির সঙ্গে পূর্বেই বিদ্যাসাগরের নামতায় পরিচয় ছিল যার ফলে পিতার কাছে ইংরেজি সংখ্যা উনিশ থেকে দশ অবধি মাইলস্টোন দেখেই তাঁর প্রথমবারেই

Scanned with CamScanner

ইংরেজি সংখ্যা সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা তৈরি হয়। যেটি পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি তাঁর পিতা এবং সহযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

সর্বোপরি আমরা এইকথা বলতে পারি যে, এই গন্তব্যে পৌঁছানোর মধ্য দিয়েই মাইলস্টোনের সহায়তায় ও তাঁর পিতার পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাসাগরের ইংরেজি অক্ষর দেখা-চেনার সূচনা হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : ২। গুরু মহাশয়ের পাঠশালার পাঠ সম্পন্ন করে কীভাবে বিদ্যাসাগরকে পরবর্তী শিক্ষায় অগ্রসর করা হয়েছিল, এই বিষয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কী মতামত ছিল ?

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি আমাদের পাঠ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বিদ্যাশিক্ষা'-র অন্তর্গত। গ্রামে গুরু মশায়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দেবার প্রণালী ছিল তা সম্পন্ন করে বিদ্যাসাগরকে তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় নিয়ে আসেন এবং পরবর্তী কীরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত এই বিষয়ে আত্মীয় স্বজনদের মতামত নিতে থাকেন।

বিদ্যাসাগরের মাইলস্টোনের উপাখ্যান শুনে পিতৃদেবের পরামর্শদাতারা একবাক্য হয়ে জানান যে তাঁকে ইংরেজি পড়ানো উচিত। এর সঙ্গে তাঁরা এর আনুসঙ্গিক অন্যান্য মতও প্রকাশ করেন যার মধ্যে হের সাহেবের স্কুলে বিনা বেতনে পড়ার মধ্যে দিয়ে উন্নতমানের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাহেবদের হৌসে এবং বড় বড় দোকানে অনায়াসে কাজের সুবিধা থাকবে।

এই বিষয়ে পিতৃদেব আন্তরিক অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং আত্মীয়দের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই সম্মত হন না। কারণ হিসাবে পাঠক পেয়ে থাকে তিনি চেয়েছিলেন না যে তাঁর পুত্র উপার্জনক্ষম হয়ে সাংসারিক দুঃখ ঘোচাবে বরং মনে পুত্রের সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়ে চতুষ্পাঠী করার

Scanned with CamScanner

ইচ্ছাপোষণ করেন। পরবর্তীতে মধুসূদন বাচস্পতির সুপরামর্শে ও ব্যবস্থাপনায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নে রত হন।

Scanned with CamScanner